সংবাদ

তারিখ 25 JAN 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

পদোন্নতিবঞ্চিত ৪ হাজার শিক্ষক

● আগামীকাল ডিপিসির সভা

রাকিব উদ্দিন

আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে প্রায় দেড় বছর ধরে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি হচ্ছে না। ১০ পার্সেন্টে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষক, ১৮টি মহিলা কলেজ ও অন্যান্য জাতীয়করণকৃত কলেজের শিক্ষক এবং ল্যাটারাল এন্ট্রি শিক্ষকদের পদোন্নতি নিয়েই বিসিএস শিক্ষা সমিতির অভ্যন্তরীণ বিরোধ। এতে শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের মাঝে চরম ক্ষোভ ও হতাশা বিরাজ করছে। পদোন্নতি বন্ধ থাকায় সরকারি কলেজ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার বিভিন্ন পদে দক্ষ কর্মকর্তাদের পদায়ন করা যাচ্ছে না। ফলে স্থবিরতা নামছে শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে। বর্তমানে প্রায় চার হাজার শিক্ষক-কর্মকর্তা পদোন্নতির অপেক্ষায় আছেন। এ অবস্থায় ২৬ জানুয়ারি বিকেল ৩টায় ডিপিসির সভা আহ্বান করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন, আগামীকালের ডিপিসিতে প্রত্যাশিত সবাই পদোন্নতি পাবে। কারণ উচ্চ আদালতের নির্দেশনা বাস্তবায়নও জরুরি হয়ে পড়েছে। নির্দেশনা উপেক্ষা করলে আদালত অবমাননার শিকার হতে পারেন প্রশাসন। এ অবস্থায় বিসিএস শিক্ষা সমিতির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে আমলে না নিয়ে নিয়মানুযায়ী পদোন্নতির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে শিক্ষা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

বিসিএস শিক্ষা সমিতির মহাসচিব অলিউল্লাহ মো. আজমতগীর সংবাদকে বলেন, আমরা ২৬ জানুয়ারি ডিপিসিতে পদোন্নতির আশাবাদী। যদিও ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটি ডিপিসি হয়েছে কিন্তু পদোন্নতি হয়নি।

এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সংবাদকে বলেন, মন্ত্রণালয় শিক্ষকদের পদোন্নতির পক্ষে। কিন্তু নানাভাবে এ কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে বিসিএস শিক্ষা সমিতি।

জানা গেছে, শিক্ষা ক্যাডারে সর্বশেষ পদোন্নতি হয়েছিল ২০১০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর। তখন শুধু সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছিল। এর আগে ২০০৯ সালের ৯ জুন প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক এবং সহযোগী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছিল। গত প্রায় এক বছর বিভিন্ন সময়ে ডিপিসির (বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি) পদোন্নতিবঞ্চিত : পৃষ্ঠা : ১৫ র : ৬

পদোন্নতিবঞ্চিত : শিক্ষক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সভা আহ্বান করা হলেও নিজেদের সমন্বয়হীনতা, বিসিএস শিক্ষা সমিতির অভ্যন্তরীণ মতবিরোধে কাউকে পদোন্নতি দেয়া সম্ভব হয়নি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চ আদালতের নির্দেশনাও যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়নি।

১০ পার্সেন্ট দ্বন্দ্ব : প্রসঙ্গত, সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি) বিভিন্ন ধাপে পরীক্ষার মাধ্যমে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ৯০ ভাগ কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়। বেসরকারি ডিগ্রি কলেজে পাঠদানের ভালো অভিজ্ঞতা, বিদেশি ডিগ্রি (পিএইচডি, এমফিল), বিভিন্ন শ্রেণীতে ফার্স্ট ক্লাস অর্থাৎ মেধাবী বিবেচনায় নিয়ে ১০ ভাগ কোটায় (রাষ্ট্রপতি কোটা) শুধু মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে পিএসসি সরাসরি সহকারী অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে থাকে। বর্তমানে শিক্ষা ক্যাডারে এ প্রক্রিয়ায় নিয়োগ পাওয়া শিক্ষক আছেন ৩৩০ জন।

হালনাগাদ গ্রেডেশন লিস্ট (পদায়ন তালিকা) না হওয়ায় ১০ পার্সেন্টে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকরা দীর্ঘদিন ধরে পদোন্নতিবঞ্চিত। গ্রেডেশন লিস্ট নির্ধারিত না হওয়ায় সমিতি তাদের পদোন্নতির বিরোধিতা করছে বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে শিক্ষা সমিতির মহাসচিব অলিউল্লাহ মো. আজমতগীর বলেন, ১০ পার্সেন্টের নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকদের সঙ্গে আমাদের একটি সমঝোতা হয়েছিল। কিন্তু পরে তারা সমঝোতা থেকে সরে গিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়। আদালত তাদের গ্রেডেশন লিস্ট তৈরির জন্য মাউশিকে নির্দেশ দেয়। কিন্তু মাউশি এখনো সেই লিস্ট তৈরি করেনি।

তবে ১০ পার্সেন্টে শিক্ষক পাওয়া এক শিক্ষক সংবাদকে বলেন, ১০ পার্সেন্টের শিক্ষকরা পদোন্নতি পেলে শিক্ষা সমিতির এক সহসভাপতি ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই সমিতি পদোন্নতির বিরোধিতা করছে।

১৮টি মহিলা কলেজে জটিলতা : জানা গেছে, আপিল বিভাগ গত ১৮ অক্টোবর আত্তীকৃত বিধি ১৯৮১-এর অধীনেই ১৮টি মহিলা কলেজের ১০১ শিক্ষকের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করে পদোন্নতি ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানের আদেশ দিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এবং মাউশি, অন্যদিকে বিধিমালা ২০০০ মোতাবেক নিয়মিতকরণ বহাল রেখেই কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তাই বিসিএস শিক্ষা সমিতি এর বিরোধিতা করছে। সমিতি আত্তীকৃত শিক্ষকদের ক্যাডারের মর্যাদা দেয়ার বিরোধিতা করছে।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৭ সালে সরকারি মহিলা কলেজবিহীন ১৮টি জেলায় একটি করে বেসরকারি কলেজকে জাতীয়করণ করা হয়।

শূন্যপদের পরিসংখ্যান : মাউশি সূত্র জানায়, রিজার্ভ পদ, প্রশাসনিক পদ, সুপারনিউমারারিসহ প্রায় চার হাজার শিক্ষকের পদোন্নতি ঝুলে আছে। এর মধ্যে অধ্যাপকের পদ শূন্য আছে ১৮১টি, সহযোগী অধ্যাপকের পদ ৪০৯টি, সহকারী অধ্যাপকের পদ এক হাজার ১৬টি আছে।

এদিকে বিভিন্ন সময় জাতীয়করণকৃত শিক্ষকদের সংগঠন 'সিভিল সার্ভিস এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন' এর সদস্য আছেন ১৪৮ জন। তারা ১৯৯২ সালের আগে জাতীয়করণের মাধ্যমে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত হন। এ সংগঠনের মহাসচিব আবদুল মালেক খান সংবাদকে বলেন, বিসিএস সমিতির আপত্তিতে তারা দীর্ঘদিন ধরে পদোন্নতিবঞ্চিত আছেন।